কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্

বিনয়াধিকরণম্—প্রথমাধিকরণম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

(১ম প্রক) বিদ্যাসমুদ্দেশঃ আন্বীক্ষিকীস্থাপনা

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১ম প্রক) বিদ্যাসমুদ্দেশ — আন্বীক্ষিকীস্থাপনা

মূল—আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ। ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি মানবাঃ। ত্রয়ীবিশেষো হ্যান্বীক্ষিকী। বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ, সংবরণমাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদ ইতি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—দণ্ডনীতিঃ + চ + ইতি, হি + আন্বীক্ষিকী,

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—আন্বীক্ষিকী—হেতুবিদ্যা, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত—এ তিনটিকে নিয়ে আন্বীক্ষিকী। ত্রয়ী—ঋক্, সাম ও যজুঃ—এ তিনবেদাত্মক বিদ্যা। বার্তা—কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা, দণ্ডনীতি—রাজনীতি বিদ্যা।

বঙ্গানুবাদ—বিদ্যা চার প্রকার যথা—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি। কিন্তু আচার্য মনু এবং তাঁর শিষ্যগণ অর্থাৎ মানব সম্প্রদায় বলেন, বিদ্যা তিন প্রকার—ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। কারণ তাদের মতে আন্বীক্ষিকী বা হেতুবিদ্যা ত্রয়ীর অর্থবিচার করে বলে আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বিশেষমাত্র এবং তা ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আচার্য বৃহস্পতি ও তাঁর অনুগামীদের অর্থাৎ বার্হস্পত্য সম্প্রদায়ের মতে বার্তা ও দণ্ডনীতি এ দুটিই বিদ্যা। কারণ ত্রয়ী লোক যাত্রাবিদ্ অর্থাৎ বার্তা ও দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে 'সংবরণ' অর্থাৎ আচ্ছাদনের কাজ করে মাত্র অর্থাৎ ত্রয়ীজ্ঞান না থাকলে 'নাস্তিক' বলে লোক সমাজে যে নিন্দিত হতে হয়, তার থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়মাত্র বলে ত্রয়ীকে পৃথক্ বিদ্যারূপে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই।

মূল—দণ্ডনীতিরেকা বিদ্যেতৌশনাসাঃ, তস্যাং হি সর্ববিদ্যারম্ভাঃ প্রতিবদ্ধা ইতি। চতস্র এব বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ। তাভিঃ ধর্মার্থৌ যদ্বিদ্যাস্তদ্বিদ্যানাং বিদ্যাত্বম্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—দণ্ডনীতিঃ + একা, বিদ্যা + ইতি + ঔশনসাঃ, যদ্ + বিদ্যাৎ + তৎ + বিদ্যানাং।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—ঔশনসাঃ—উশনার পুত্র শুক্রাচার্যের শিষ্যগণ। সর্ববিদ্যারম্ভাঃ—সকল বিদ্যার যোগ ও ক্ষেম, প্রতিবদ্ধাঃ—প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বঙ্গানুবাদ—ঔশনস্ বা শুক্রাচার্য ও তাঁর শিষ্যদের মতে বিদ্যা কেবল একটি, এবং তা হল দণ্ডনীতি। কেননা, এ বিদ্যাতেই অন্য সকল বিদ্যার ক্রিয়াকলাপ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু কৌটিল্যের মতে, উক্ত চারিটিই বিদ্যা। যেহেতু সকল গুলির দ্বারাই লোকের ধর্ম ও অর্থের জ্ঞান হয়। সেজন্য সকল বিদ্যার বিদ্যাত্ব আছে মনে করতে হবে।

মূল—সাংখ্যং যোগো লোকায়তঞ্চ চেত্যান্বীক্ষিকী। ধর্মাধর্মৌ ত্রয্যাং অর্থানর্থৌ বার্তায়াং, নয়পনয়ৌ দণ্ডনীত্যাম্। বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষ্যমানা লোকস্যোপকরোতি, ব্যসনেঽভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্যক্রিয়া বৈশারদ্যং চ করোতি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—যোগঃ + লোকায়তম্, চ + ইতি + আন্বীক্ষিকী, চ + এতাসাম্, হেতুভিঃ + অন্বীক্ষ্যমাণা, লোকস্য + উপকরোতি, বুদ্ধিম্ + অবস্থাপয়তি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—সাংখ্য—মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত প্রকৃতি ও পুরুষ বিবেচক দর্শন, যোগমহেশ্বর প্রোক্ত প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণাদি প্রতিপাদক দর্শন, লোকায়ত-ব্রহ্মগার্গ্যোক্ত—লোকায়ত ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম—অধ্যয়ন যাজনাদি, অধর্ম—স্বমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি। নয়—প্রবলের সঙ্গে সন্ধিকে বলে নয়, এবং অনয়—প্রবলের সঙ্গে বিগ্রহকে অনয় বলে।

বঙ্গানুবাদ—সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত—এ তিনটি শাস্ত্র আন্বীক্ষিকীর অন্তর্ভুক্ত। ত্রয়ীতে প্রতিপাদিত হয়েছে ধর্ম ও অধর্ম, বার্তাতে অর্থ ও অনর্থ, এবং দণ্ডনীতিতে নয় ও অপনয় প্রতিপাদিত হয়েছে। ত্রয়ী ইত্যাদি তিনটি বিদ্যার বল ও অবল অর্থাৎ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য হেতুদ্বারা নির্ধারণ করে বলেই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা লোকের উপকার করে। এ বিদ্যা ব্যসনে ও অভ্যুদয়ে অর্থাৎ বিপদে ও সম্পদে বুদ্ধিকে অচঞ্চল রাখে, মানুষের জ্ঞান, বাক্যপ্রয়োগ এবং কর্মসম্পাদন বিষয়ে নৈপুণ্য উৎপাদন করে।

মূল—প্রদীপঃ সর্বাবিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।।

সন্ধিবিচ্ছেদ—সর্ববিদ্যানাম্ + উপায়ঃ, শশ্বৎ + আন্বীক্ষিকী।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—উপায়ঃ—সাধন, আশ্রয়ঃ—আধার, শশ্বৎ—নিত্য।

বঙ্গানুবাদ—আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রদীপতুল্য, সকল কর্মের সাধনস্বরূপ এবং সকল ধর্মের আশ্রয়সম বলেই সর্বদা বিবেচিত হয়।

কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিকে প্রথমাধিকরণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ, বিদ্যাসমুদ্দেশে আন্বীক্ষিকী স্থাপনা।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক নামক প্রথম অধিকরণে বিদ্যাসমুদ্দেশ নামক প্রকরণে আন্বীক্ষিকী স্থাপনা নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

বিদ্যাসমুদ্দেশঃ আন্বীক্ষিকী স্থাপনা

অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে "প্রকৃতি সম্পদ্" শীর্ষক প্রকরণে সপ্তপ্রকৃতি রাজ্যের সাতটি প্রকৃতি বা অঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন স্বামীর বা রাজার। এই স্বামী বা রাজা হলেন ভারতীয় প্রাচীন রাজতন্ত্র শাসন পদ্ধতির কেন্দ্রস্থানীয় সর্বপ্রধান ও প্রথম প্রকৃতি। তিনি হলেন রাষ্ট্রের কর্ণধার, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন তাঁর পরম ধর্ম, রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন তাঁর উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং সুদক্ষ প্রশাসকের গুণগ্রাম ও যোগ্যতা অর্জ্জন রাজার পক্ষে অপরিহার্য। সেজন্য রাজার বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞানার্জ্জন ও প্রয়োজনীয় বিদ্যার শিক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। মহামতি কৌটিল্য তাই **আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি—এ চার বিদ্যায় রাজার শিক্ষাগ্রহণের কথা বলেছেন।**

উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভগবান্ মনু ও "মনুসংহিতা" ধর্মশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে রাজার পক্ষে উক্ত চারটি বিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণের কথা বলেছেন, **"ত্রৈবিদ্যেভ্য স্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্। আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ"**। (৭/৪৩) অর্থাৎ রাজা বেদত্রয়বিদ্ দ্বিজাতিদের